# আবহাওয়া ভিত্তিক কৃষি বিষয়ক বুলেটিন
## জেলা: বান্দরবান

কৃষি আবহাওয়া তথ্য পদ্ধতি উন্নতকরণ প্রকল্প
কম্পোনেন্ট সি-বিডব্লিউসিএসআরপি
কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর

| | |
|---|---|
| তারিখ : (৩১ জুলাই,২০১৯) বুলেটিন নং ৬৪ | ৩১ জুলাই হতে ০৪ আগস্ট, ২০১৯ পর্যন্ত কৃষি আবহাওয়া বিষয়ক বুলেটিন |

গত ৪ দিনের আবহাওয়া পরিস্থিতি ২৭ জুলাই হতে ৩০ জুলাই,২০১৯ তারিখ পর্যন্ত

| আবহাওয়ার স্থিতিমাপ(প্যারামিটার) | ২৭ জুলাই | ২৮ জুলাই | ২৯ জুলাই | ৩০ জুলাই | সীমা |
|---|---|---|---|---|---|
| বৃষ্টিপাত (মি.মি) | ৩.০ | সামান্য | ২১.০ | ২৭.০ | ৩.০-২৭.০ (৫১.০) |
| সর্বোচ্চ তাপমাত্রা (ডিগ্রী সেন্টিগ্রেড) | ৩২.৬ | ৩২.২ | ৩২.৮ | ৩২.০ | ৩২.০-৩২.৮ |
| সর্বনিম্ন তাপমাত্রা (ডিগ্রী সেন্টিগ্রেড) | ২৬.০ | ২৫.৮ | ২৬.২ | ২৫.৭ | ২৫.৭-২৬.২ |
| আপেক্ষিক আর্দ্রতা (শতকরা) | ৭৪.০-৯১.০ | ৭৯.০-৯২.০ | ৭১.০-৯৭.০ | ৭৭.০-৯২.০ | ৭১.০-৯৭.০ |
| বাতাসের গতিবেগ (কিমি/ ঘন্টা) | ১৬.৭ | ১৬.৭ | ১৪.৮ | ১৩.০ | ১৩.০-১৬.৭ |
| মেঘের পরিমান (অক্টা) | ৬ | ৪ | ৭ | ৬ | ৪-৭ |
| বাতাসের দিক | দক্ষিন/দক্ষিন-পশ্চিম | দক্ষিন/দক্ষিন-পশ্চিম | দক্ষিন/দক্ষিন-পশ্চিম | দক্ষিন/দক্ষিন-পশ্চিম | দক্ষিন/দক্ষিন-পশ্চিম |

বাংলাদেশ আবহাওয়া অধিদপ্তর হতে প্রাপ্ত আগামী ০৫ দিনের আবহাওয়া পূর্বাভাস
(৩১ জুলাই হতে ০৪ আগস্ট, ২০১৯) তারিখ পর্যন্ত

| আবহাওয়ার স্থিতিমাপ(প্যারামিটার) | সীমা |
|---|---|
| বৃষ্টিপাত (মিমি) | ৪.২-৯৯.২ (১৭৯.০) |
| সর্বোচ্চ তাপমাত্রা (ডিগ্রী সেন্টিগ্রেড) | ২৮.৭-৩০.২ |
| সর্বনিম্ন তাপমাত্রা (ডিগ্রী সেন্টিগ্রেড) | ২৩.৬-২৬.৩ |
| আপেক্ষিক আর্দ্রতা (শতকরা) | ৮৩.০-৯৭.০ |
| বাতাসের গতিবেগ (কিমি/ ঘন্টা) | ৫.২-৯.৮ |
| মেঘের পরিমান (অক্টা) | মেঘাচ্ছন্ন আকাশ |
| বাতাসের দিক | দক্ষিন/দক্ষিন-পশ্চিম |

**দন্ডায়মান ফসলের স্তর**

| ফসল | স্তর |
|---|---|
| আমন ধান | বীজতলা/চারা রোপন পর্যায় |
| আউশ ধান | কুশি থেকে ফুল পর্যায় |
| পাট | পরিপক্ক/কর্তন পর্যায় |
| সবজি | বপন/বাড়ন্ত/ফল পর্যায় |

**কৃষি আবহাওয়া পরামর্শ:**

গঙ্গা ব্যতীত দেশের সকল প্রধান নদ-নদীসমূহের পানি সমতল হ্রাস পাচ্ছে যা আগামী ৪৮ ঘন্টা পর্যন্ত অব্যাহত থাকতে পারে। গঙ্গা নদীর পানি সমতল আগামী ২৪ ঘন্টায় স্থিতিশীল থাকতে পারে। দন্ডায়মান ফসল, গবাদি পশু, হাঁসমুরগী ও মাছের ওপর বন্যার ক্ষতিকর প্রভাব কমিয়ে আনতে নিম্নলিখিত পরামর্শসমূহ দেওয়া হলো:

১. উঁচু জমিতে সম্মিলিতভাবে বীজতলা তৈরি করতে হবে। চারার জন্য স্থানীয় জাত নির্বাচন করতে হবে। আগষ্টের প্রথম সপ্তাহের মধ্যে এই চারা রোপণ করতে হবে।

২. মূল জমির পানি নেমে গেলে চারা রোপণ করতে হবে। যত দ্রুত সম্ভব স্বল্প মেয়াদী জাত ( ব্রি ধান-৩৩, ব্রি ধান-৩৯, ব্রি ধান-৬২, ব্রি ধান-৬৬, ব্রি ধান-৭১, ব্রি ধান-৭৫ ) কিংবা মধ্য মেয়াদী জাত (বিআর -২৫, ব্রি ধান-৩৪, ব্রি ধান-৩৭, ব্রি ধান-৩৮, ব্রি ধান-৪৯, ব্রি ধান-৫২, ব্রি ধান-৭০, ব্রি ধান-৭২, ব্রি ধান-৭৯, ব্রি ধান-৮০) এর বীজ নিয়ে বীজতলায় চারা তৈরি করতে পরামর্শ দেয়া হলো।

৩. আলোক অসংবেদনশীল এবং স্বল্পমেয়াদী জাত (বিনা ধান-০৭, বিনা ধান-১৬, বিনা ধান-১৭) সরাসরি বপনের পরামর্শ দেয়া হলো।

৪. পুনরায় বন্যা পরিস্থিতি থেকে উত্তরণের জন্য জলমগ্নতা সহিষ্ণু জাতের ধান নির্বাচন করতে হবে (ব্রি ধান-৫১, ব্রি ধান-৫২, ব্রি ধান-৭৯, বিনা ধান-১১, বিনা ধান-১২)।

৫. পাটের জন্য জলাবদ্ধতা ক্ষতিকর, জমিতে পানি জমে থাকলে নিষ্কাশনের ব্যবস্থা করতে হবে।

৬. সবজির জমি থেকে পানি নিষ্কাশনের ব্যবস্থা করতে হবে।

৭. বন্যার পানি সরে যাওয়ার পর আগাম শীতকালীন সবজির চাষ শুরু করুন।

৮. গবাদি পশুকে পচে যাওয়া ঘাস খাওয়ানো থেকে বিরত থাকুন। সবুজ ঘাস এবং ভিটামিন ও খনিজ লবন সমৃদ্ধ খাবার দিতে হবে।

৯. বন্যার কর্দমাক্ত পানির কারণে পুকুরে অক্সিজেনের স্বল্পতা দেখা দিতে পারে, তাই বাঁশ দিয়ে পুকুরের পানি নেড়ে দিতে হবে।

১০. পরির্বতিত আবহাওয়াতে হাঁস-মুরগীর ভাইরাস জনিত রোগ দেখা দিতে পারে। সেজন্য বিশুদ্ধ খাবার পানির পর্যাপ্ত ব্যবস্থা এবং খামার পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখতে হবে। হাসঁ- মুরগীকে খনিজসমৃদ্ধ খাবার দিতে হবে।